

প্রাণিসম্পদ মানোন্নয়নে নতুন ৫ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বাকুবি

■ বাকুবি সংবাদদাতা

প্রাণিসম্পদের মানোন্নয়নে নতুন পাঁচ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানীরা। অল্প সময়ে অধিক মাংস উৎপাদনকারী ব্রাহ্মাণ্ড গরুর ক্রম ও অধিক ডিম উৎপাদনকারী ছোট আকারের মুরগির জাতি উদ্ভাবনসহ পাঁচটি পৃথক গবেষণায় সফলতা পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পতপালন অনুষ্ঠে তিন বছর মেয়াদি 'মুখ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির দক্ষতা প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি উদ্ভাবনমুখী গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে গবেষণা শেষে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করেন তারা।

বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুজাফ্ফর হোসেন বলেন, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠদের পাঁচটি বিভাগের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে গবেষণা করে কাল্পনিক ফল পেয়েছেন তারা। তিনি নিজে দেশে প্রথমবারের মতো দেশি জাতের মাংস উৎপাদনকারী গরুর মাংসের তৃণপত মান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন মাপকাঠি উদ্ভাবন করেন। পশুপ্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ড. আজহারুল হক দেশে প্রথমবারের মতো অধিক মাংস উৎপাদনকারী ব্রাহ্মাণ্ড গরুর ক্রম উদ্ভাবন করেছেন। পোলট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান ছোট আকারের দেশি জাতের মুরগির সঙ্গে অধিক উৎপাদনকারী জাতের সমন্বয়ে অধিক ডিম উৎপাদনকারী ছোট আকারের মুরগির জাত উদ্ভাবনে সফলতা পেয়েছেন। ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম অধিক দুধ উৎপাদনে বকনা বাছুরের বৈজ্ঞানিক দান-পালন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছেন। পশুচিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক ড. জেডএইচ বন্দকার গরু মোটাতাজাকরণে নির্ধারিত ওজন বৃদ্ধির জন্য দৈনিক খাদ্যের পুষ্টি ও পরিমাণের আদর্শ মান নির্ধারণে সফলতা পেয়েছেন। গবেষণালব্ধ ফলাফল দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এটিকে বাণিজ্যিক শিল্পে রূপান্তর করতে তরুণপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।